যারা জুয়া খেলছে তাদেরকেও আটক করা হবে

অনলাইন জুয়ার কারণে সার্বিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেশের নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। সারাদিন পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছেন তারা আরও কিছু অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় এই জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করলে যা উপার্জন করেছে সেটাও চলে যায়।

বিগত এসপি সাহেবের সময় যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিল তাদের বেশ কিছু হয়তো ১৫০০টিরও অধিক সিম জব্দ করা হয়েছে। যেহেতু এটি অনলাইন ভিত্তিক, সাইটগুলো বন্ধ করলেও আবার চালু করে তারা।

এ ব্যাপারে আমি বিটিআরসির সাথে কথা বলবো, কিংবা যার যার সাথে কথা বলা লাগে আমি বলবো যাতে এই সাইটগুলো ডাউন করা যায় কিনা। যেমনি ভাবে পর্ন সাইটগুলো বন্ধ করা হয়েছে, একই পদ্ধতিতে যদি জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করা যায় আমি সে বিষয়ে দেখবো।

আরেকটি কাজ হলো যারা খেলছে তাদের আটক করা। বিত্তবান জুয়ারীদের আটক করা সম্ভব তাদের আটক করে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে যাতে তারা আর খেলতে না পারে। এই কাজও করা হবে। যারা খেলছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে দেখা যাক। শুরু করেছি, এসেছি, যাওয়ার আগে যাতে আপনাদের বলে যেতে পারি কিছু করেছি।

আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালেয়র সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসকল কথা বলেন নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

তিনি আরো বলেন, ২৮ তারিখ থেকে শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে। মেহেরপুরে ৩৯টি পূজা মণ্ডপ আছে। প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপেই রাত্রিকালীন টহল হয়। কাল থেকেই এই টহল আরও জোরদার করা হবে।

প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপ কমিটির সাথে কথা হয়েছে, আমিও জেলা পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করে এসেছি। আমার অফিসাররাও প্রত্যেকদিন যাচ্ছেন।

আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে, পূজা যেন সুন্দরভাবে কোনো রকম

বিঘ্ন ছাড়া সম্পন্ন করা যায়। আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার সর্বোচ্চ প্রদর্শন করা হবে।

অনলাইন তথ্য বিভ্রাটের মাধ্যমে ভুল তথ্য প্রদান করে গুজব ছড়িয়ে যদি কেউ কোনো ধরনের নাশকতা করার চেষ্টা করে, তখনই আমাকে জানাবেন। ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার আগে যেন আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে এবারে পূজা সুন্দরভাবে সফলভাবে সম্পন্ন করব।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুরের সমসাময়িক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা করেন জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম, ডিবি ওসি শিমুল কুমার দাস, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন, গাংনী থানার ওসি মোঃ বানী ইসরাইল প্রমুখ।

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি এসপির

যদি কারো মোবাইল থেকে অনলাইন ক্যাসিনোর অ্যাপ পাওয়া যায়, সেটাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে, আদালতে সোপর্দ করবে এবং দুই বছরের কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে (বিচারের মাধ্যমে)।
এই জন্য আমি সবার মাধ্যমে জানাতে চাই, যদি কারো অনলাইন ক্যাসিনো খেলার কোনো অ্যাপ থাকে, তাহলে সেটি মুছে ফেলুন। আজ

থেকে আমরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করব।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

তিনি আরও জানান, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এ অনলাইন জুয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ অধ্যাদেশের ২০ ধারায় ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। আমাদের আইন, আমাদের ধর্ম সবই জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। আপনার সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজন যাতে অনলাইন জুয়ায় সম্পৃক্ত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। মোবাইলে জুয়ার অ্যাপ রাখা অপরাধ। তাই সাংবাদিক ও অভিভাবকবৃন্দের নিকট জানানো যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে প্রচারণা চালাবেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। অনেকে কলহের জেরে আত্মহত্যা করে থাকেন। আমরা এখন থেকে আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নেব। এক্ষেত্রে লাশের পোস্টমর্টেম না করলে নিয়মিত মামলা করা যায় না।
তিনি আরো বলেন, অনেক অভিভাবক তার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সন্তানকে মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আপনার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। পারিবারিক সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। বেপরোয়া যানবাহন এবং কাগজপত্রবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইভটিজিং, কিশোর গ্যাং এবং স্কুল পালিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় আড্ডা দেওয়া অল্প বয়সে গ্যাং তৈরির মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে বলে জানান তিনি।

পরে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার বিষয়ে তিনি বলেন, সাইবার জগতের বিভিন্ন অপরাধ যেমন বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে টেলিগ্রাম জালিয়াতি চক্র, বিকাশ প্রতারক চক্র, অনলাইনে

কেনাকাটা সংক্রান্ত প্রতারণা চক্রসহ নানা ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের নিয়মিত আইনি সেবা প্রদান করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে সাইবার স্পেসে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া সর্বমোট ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন সময় বিকাশ এবং নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ভুলক্রমে এক নম্বর থেকে অন্য নম্বরে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা সহ সর্বমোট ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা জেলার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনের সকল সদস্য পেশাদারিত্বের সাথে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুরের তিনটি থানায় ডায়েরিকৃত সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে জুন-জুলাই মাসে সর্বমোট ১২২টি হারানো মোবাইল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ৪১টি, গাংনী থানার ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানার ১৭টি মোবাইল অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধারকৃত ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকার মধ্যে মুজিবনগর থানার মামলায় ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, যা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছিল।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন জুয়াড়ি কটাকে সিআইডিতে

তলব

অনলাইন জুয়ার সাম্রাজ্যের আরেক হোতা মুজিবনগরের যতারপুর গ্রামের মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে কটাকে তলব করেছে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) । গত ৩ জুলাই রবিবার সিআইডির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজির করার জন্য পুলিশকে চিঠি দেয় সিআইডি। কিন্তু তাকে হাজির করা হয়েছিলো কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি। সেটা জানার চেষ্টা চলছে।

কটার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে তদন্ত করছে সিআইডি। সেই মামলার তদন্তের জন্য তাকে হাজির করাতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, এক সময় কটার পরিবার ছিল বেশ স্বচ্ছল। কৃষি ও বসতভিটার জায়গাসহ নানা সম্পদ ছিল তাদের দখলে। কিন্তু কটার ছোটবেলার বন্ধুদের ভাষ্যে, কৈশোরেই সে তাস, লুডু ও ক্রিকেট জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তি ক্রমেই তাকে নিমজ্জিত করে। সম্পত্তি বিক্রি করে, বন্ধক রেখে কিংবা হারিয়ে দিয়ে একপর্যায়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরপর আত্মগোপনে যায়।

ফিরে আসে অনলাইন ‘দুনিয়ার’ নতুন চেহারা নিয়ে—1xBet এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলনির্ভর জুয়া ব্যবসায়ী হিসেবে।

‘কটা’ টেলিগ্রামে 1xBet ভিত্তিক অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালু করে বিভিন্ন ইউনিয়নে তৈরি করে এজেন্ট ও রিচার্জ অপারেটর নেটওয়ার্ক মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ, রকেট) এর মাধ্যমে দিনে লাখ লাখ টাকার লেনদেন। টাকা পাঠালে চ্যানেল পাবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শতাধিক মানুষকে প্রতারিত করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। অনেকে জমি বিক্রি, স্বর্ণ বিক্রি করে বা ঋণ নিয়ে টাকা দিলেও কোনো সেবা পাননি

সবজি বিক্রেতা রফিক, কটার অনলাইন জুয়া চ্যানেল পাওয়ার আশায় ঘর ও জমি বন্ধক দিয়ে ১২ লাখ টাকা দেন। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর কটা উল্টো তৎকালীন ডিবি কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে রফিককেই অনলাইন জুয়ার মামলায় আসামি করে জেলে পাঠান। আজ রফিক নিঃস্ব হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন।

অনুসন্ধানে উঠে আসা সম্পদের হিসাব সূত্রে পাওয়া তথ্যে কটা ওরফে বিল্লাল হোসেন বর্তমানে যা যা অর্জন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে

মেহেরপুর শহরে প্রায় ৪ কোটি টাকার জমি, যতারপুর, শিবপুর ও আশপাশে ৫০ বিঘার বেশি জমি (২০২২–২০২৫ সালের মধ্যে ক্রয়), ৭০ লাখ টাকার করোলা ক্রস গাড়ি (নগদে কেনা), ঢাকার বসুন্ধরাসহ অভিজাত এলাকায় একাধিক ফ্ল্যাট। ব্যাংকে টাকা না রেখে কোটি টাকার সমপরিমাণ সোনা মজুদ। প্রতিদিন মোবাইল লেনদেনে লাখ লাখ টাকা ঘোরে আয়কর দাখিল নেই, কোনো বৈধ ব্যবসার অস্তিত্ব নেই, তদন্ত হচ্ছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৫(১) ধারা অনুযায়ী।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, তার জমি, ফ্ল্যাট, মোবাইল লেনদেন, সোনা মজুদের উৎস যাচাই করা হচ্ছে শিগগিরই তার সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে কর ফাঁকি, প্রতারণা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বহু ধারায় মামলা হতে পারে। স্থানীয়রা জানান, এক সময় কটারপরিবার ছিল ধনীর তালিকায়। কিন্তু কটার জুয়ার নেশায় সব শেষ হয়ে যায়। এখন আবার সেই জুয়া দিয়েই কোটি টাকার মালিক হয়েছে সে।

তবে সে কোটিপতি হলে গ্রামের অনেক তরুন আজ পথে বসেছে। সে শুধু নিজে কোটিপতি হয়ে আর শত শত পরিবারকে ধ্বংস করে পথে বসিয়েছে। তার জুয়ার চ্যানেল চালাতে গিয়ে মেহেরপুর শহরের একটি কফি হাউজ থেকে অনলাইন জুয়ার আর চার এজেন্টকে চ্যানেল বিক্রয় করার সময় সময় হাতে নাতে আটক করেছে তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা হলেন- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম
(৪১) এবং সদও উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)। আটকরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করতেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছিলো।

শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদেও কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ক্যাসিনো হোতা তাঁতীলীগ নেতা নুরুল মাস্টারের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের ২০২৫ সালের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুল মাস্টার (৫৫) নামের এক বিতর্কিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ, মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা, গত ২১ জুলাই মামলা নম্বর ১০, তারিখ ২১/০৭/২০২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়, কলেজে আসা-যাওয়ার পথে প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করে গোপন স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। পরিবার মানব পাচারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ বলেন, আমার মেয়েটি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুল মাস্টার অনেকদিন ধরে ওর পেছনে লেগে ছিল। এখন কোথায় রেখেছে জানি না। পাচারের চেষ্টা করছে কিনা, সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি শঙ্কা।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা রুজু হয়েছে। আসামি পলাতক, তাকে ধরতে অভিযান চলছে। ভিকটিমকে উদ্ধারের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

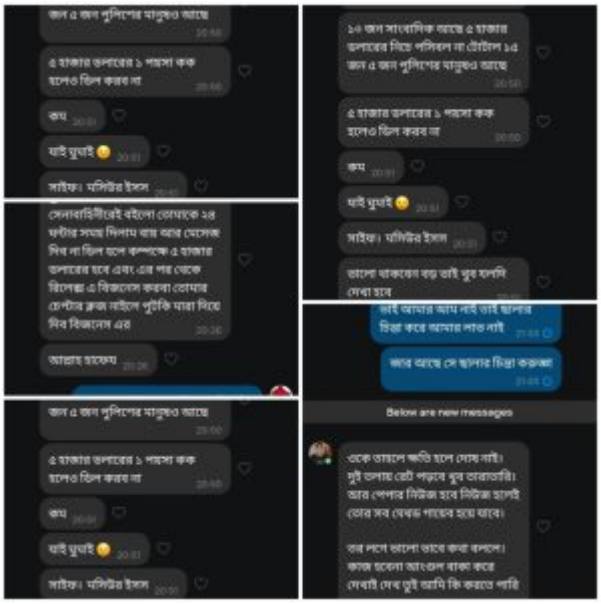
আগেও মানব পাচারের অভিযোগে আলোচিত ছিলেন নুরুল মাস্টার, নুরুল ইসলাম একজন শিক্ষক হলেও তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, অর্থপাচার ও মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ বহু আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

গত মাসে প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে আসে, তিনি ও তার সহযোগীরা ছাত্র-যুবকদের টার্গেট করে অনলাইন জুয়া ও পাচার নেটওয়ার্কে যুক্ত করতেন।

এই অপহরণ মামলা সেই পুরোনো অভিযোগগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

এক কলেজ শিক্ষক বলেন, এই অপহরণের ঘটনা প্রমাণ করে, এতদিন যা বলছিলাম তা মিথ্যা ছিল না। এই লোক অপরাধের ছত্রছায়ায় শিক্ষকতা চালিয়ে গেছে।

জনতার কণ্ঠস্বরের মুখোশে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল!



লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম
শাহিন। বাড়ি মেহেরপুরের মল্লিক
পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে তিনি শাহিন
খরা বলে পরিচিত। গত এক বছর ধরে
ফেসবুক লাইভে বলিষ্ঠ কণ্ঠে
উপস্থিত হয়ে আলোচনায় আসেন এই
প্রবাসী।

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে দুর্নীতি বিরোধী বক্তব্য, কড়া সমালোচনা, আর রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক এক্সপোজে নিজেকে তুলে ধরেন জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। তবে এবার তার বিরুদ্ধেই উঠেছে ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির মত ভয়ানক অভিযোগ।

মুখে জুয়া বিরোধী, পেছনে ডলার বাণিজ্য!

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে শহিদুল ইসলামের পরিচিতি বাড়তে থাকে রাজনৈতিক লাইভ ও কড়া সমালোচনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আদালতের বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার, এমনকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার কেউ বাদ পড়েননি তার খিস্তিখেউড়ের তালিকা থেকে।

তবে তার প্রকৃত পরিচয় সামনে আসে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে মহৎ সামাজিক যুদ্ধের আড়ালে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম শাহিন জুয়াড়িদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করেন এবং পরে তাদের ফোন দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতে থাকেন।

সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেলে জমা পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, শহিদুল ইসলাম কারও কাছ থেকে তিন হাজার ডলার, কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন,

‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আর্থিক লেনদেনে ব্যবহৃত শতাধিক এজেন্ট সিম ব্লক

মেহেরপুর জেলায় একটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের শতাধিক এজেন্ট সিম ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। মূলত অস্বাভাবিক লেনদেন ও অনলাইন জুয়ার আর্থিক লেনদেনে এজেন্ট সিম গুলো ব্যবহৃত হয় বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়াতে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে অনলাইন জুয়াতে ব্যবহৃত বিপুল অর্থ আটকে যাওয়াসহ সিম গুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) সন্ধ্যায় ঢাকা সিআইডি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ ইউনিটের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ২৭ মে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে গণমাধ্যম কর্মীদের জানানো হয়েছিল, সদ্য জারি হওয়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুসারে অনলাইন জুয়া ও বেটিংয়ের বিরুদ্ধে সারা দেশে জোরদার অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মূলত গত ২১ জানুয়ারি মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে প্রকাশের পর মেহেরপুর জেলা কেন্দ্রিক সারা দেশে অনলাইন জুয়া পরিচালনা নেটওয়ার্কের বিষয়টি সামনে উঠে আসে। এরপর থেকে অনলাইন জুয়ার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করে বিভিন্ন মহলের মানুষ। এতে তৎপর হয়ে ওঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সরকারি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। সরকারের একাধিক উপদেষ্টাও অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এরই ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি পাশ হওয়া সাইবার সিকিউরিটি অধ্যাদেশে প্রথমবারের মতো অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত ধারা যুক্ত করা হয়। অনলাইন জুয়াকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর মাঠে নামে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম বিভাগের একাধিক বিশেষ টিম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা সিআইডির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘মেহেরপুর জেলাতে বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্লক করা এজেন্ট সিম গুলির অধিকাংশই বিকাশের। এর বাইরে আরো প্রায় সহস্রাধিক এজেন্ট সিম সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের কারণে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেলে তৎক্ষণাৎ সেগুলো বন্ধ করা হবে এবং সিমের মালিক ও পরিচালনাকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। অতীতে আইনের দুর্বলতার কারণে দুষ্কৃতকারীরা ছাড় পেয়ে গেলেও এবার আর সেই সুযোগ পাবে না। ‘

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক

আলোচনা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ অংকুরের আয়োজনে গতকাল রাতে স্থানীয় প্রান্তিক কনভেনশন হলে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অংকুরের সহ-সভাপতি ও এরিনা এগ্রো কেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অংকুরের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংকের সভাপতি মসলেম আলী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, অংকুরের সহ-সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব রওনক, নাট্য ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জয়নাল আবেদীন, হায়দার আলী, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদ ।

বক্তাগন বলেন,প্রথমে নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে তার সন্তানদের বুঝাতে হবে ও সচেতনতা করে গড়ে তুলতে হবে, নইলে অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এখন থেকেই প্রত্যেক অভিভাবক কে সচেতন হতে হবে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার চার এজেন্টের নামে মামলা (আপডেট)

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামান শপিং কমপ্লেক্সের একটি জেন্টস পার্লাও (সেলুন) থেকে আটক দুই অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ চারজনের নামে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে পুলিশ।

আসামিরা হলেন- অনলাইন জুয়ার অন্যতম মাস্টার মাইন্ড মুকুল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন দিপু, আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবাল। এদের মধ্যে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনায় ব্যবহৃত মোবাইল সহ আটক করেছে ডিবি। এসময় তাদের কাছে থেকে ৪টি মোবাইল

ফোন ও জুয়া পরিচালনা ৭টি এজেন্ট সিম উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আটক আশিক ইকবাল মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে। তিনি পুলিশ কনস্টেবল। যশোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বডিগার্ড হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। স্বপন ইকবাল একই গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানাধীন বিএম স্কুল এর পাশে ছোট বাজারস্থ জামান শপিং কমপ্লেক্সের নিউ এ্যাডামস্ জেন্টস পার্লার (সেলুন) আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অনলাইন জুয়া পরিচালনার মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশ ধারন করে প্রতারনা, অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশনসহ ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এ প্রবেশ করে সাইবার সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য অবস্থান করছিলেন।

এসময় সাইবার নিরাপত্তা টিমের সদস্যরা সেখানে অভিযান পরিচালনা করলে পালানোর চেষ্টাকালে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে আটক করা হয়। তার আগেই সেখান থেকে মুকুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেন দিপু পালিয়ে যায়।

এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, আটক আসামীদের ব্যবহৃত জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনা করে MOST BET এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনার তথ্য পাওয়া যায়। আসামী আশিক ইকবালের নিকট থেকে জব্দকৃত Infinix X 6880 মডেলের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত এ কে এন্টারপ্রাইজ এর নামে নিবন্ধিত মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ এজেন্টে লেনদেনের ১ লাখ ৩১ হাজার ২৪৬ টাকা এবং অপর একটি সিম থেকে লেনদেনের ৬৭ হাজার ৯৩৬ টাকার ই-ব্যালেন্স দেখা যায়। এছাড়া ওই ফোনে ক্রোম ব্রাউজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামে একটি মার্চেন্ট জুয়ার চ্যানেল চলমান রয়েছে। অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামক অনলাইন জুয়ার চ্যানেলটি আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত সিম ০১৭১১-৬৬৩৯৬০ নাম্বারে ব্যবহৃত Ashik Iqbal নামে ইন্সটলকৃত টেলিগ্রাম আইডি আসামীরা জিজ্ঞাসাবাদে জানান যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কথা স্বীকার করেছেন পুলিম

জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দুইজন সাইবার ক্রাইমকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে আটকৃত স্বপন ইকবাল ও পুলিশ কনস্টেবল আশিক ইকবালের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমে মামলা দায়ের করে। আমরা সদর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করেছি মাত্র।’

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের সাথে যোগাযোগ করলে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ‘সমগ্র বিষয়টি তদন্তাধীন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে আমার আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেওয়া ঠিক হবে না।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার ২ এজেন্ট আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল পরিচালনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট তাদের গ্রেপ্তার করে।

আটক দুজন হলেন মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আশিক ও স্বপন। তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়া সাইট মোস্ট বেটের সাব এজেন্ট চ্যানেল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে আশিক ও স্বপনকে কোটিপতিদের গ্রাম বলে খ্যাত কোমরপুরের ঈদগাহ তলা পাড়ার একটি সেলুন (চুল কাটার দোকান) থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আশিক পুলিশ সদস্য।

বিস্তারিত আসছে…

অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে ঝিনাইদহে বাড়ছে আত্মহত্যা, সামাজিক অপরাধ ও ঋণেরবোঝা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়ার আসক্তি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধসহ সব বয়সীরা এমনকি নারীরাও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। লোভে পড়ে খুয়াচ্ছে টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্বল। জুয়া’য় সর্বস্ব হারিয়ে হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। জুয়ার মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপস নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে পাঁচার হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জুয়ার অ্যাপসের প্রচারণা চলছে। চটকদার এসব বিজ্ঞাপণে প্রলোভিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে অনলাইনে টাকা উপার্জনের নেশায়।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে জুয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা, ঋণগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ছাড়া ও দাম্পত্য কলহের বেশকয়েকটি ঘটনা পর্যক্ষেণ করা গেছে।

জানাগেছে, টিকে-৭৭৭, জয়া-৯৯৯, ক্যাসিনো-৭৭৭, হাউজ অব ফান, স্টার স্লট, লাকি স্পিন স্লট, ওয়ান এক্স বেট, লুডো কিং, তিন পাত্তি গোল্ড, ২৯ গোল্ড কার্ড গেম, বেট কুইন, ৩৬৫ বেটসহ অসংখ্য জুয়ার অ্যাপে আসক্ত হয়ে পড়ছে সব বয়সের মানুষ। এসব অ্যাপসে বিকাশ ও নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় জনপ্রিয় তারকা, ক্রিকেটার, রাজনৈতিক নেতার ছবি।

গত ১১ ডিসেম্বর বিষ পান করে আত্মহত্যা করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মোঃ লালু মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক। সে বেতাই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ৩টি সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী নিলুফা খাতুনের সাথে কথা বলে জানাগেছে, লালু মিয়া মোবাইল জুয়া’য় আসক্ত হয়ে পড়ে। জুয়া খেলতে গিয়ে সে গরু

বিক্রি করেছে, জমি বন্ধক রেখেছে। জাগরণী চক্র সহ ৪টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা জুয়া’য় লাগিয়ে নষ্ট করেছে অবশেষে ঋণের বোঝার চাপে সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুতে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে মহাকষ্টে পড়েছে নিলুফা খাতুন। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার গান্না বাজারে বড় মুদি ব্যবসায়ী মোঃ কবির হোসেন। তার ‘কবির স্টোর’এ প্রতিদিন পাইকারী-খুচরা মিলে দেড়-দুই লাখ টাকা বেচাকেনা হয়।

স্থানীয় জুয়াড়ি যুবকদের প্ররোচণায় পড়ে সে জুয়া খেলতে শুরু করে। জুয়া লাভজনক ভেবে সে তার জনতা ব্যাংকের সিসি হিসাবের ১৫ লাখ টাকা ধিরে ধিরে জুয়া’য় হেরে যায়। এই ঘটনায় পারিবারিক কলহ তৈরি হলে পরিবার থেকে তার এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয়।

কবির হোসেন প্রতিবেদককে বলেন, জুয়ার নেশায় আমি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। এখন আর এন্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করছি না। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার চান্দেরপোল গ্রামে তাইজেল হোসেনের ছেলে রেজাউল ইসলাম। সে দিন মজুরী ও বাজারে ছোট তরকারির দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। ওই গ্রামের খিলাফত মন্ডলের ছেলে শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকায় এক খন্ড জমি বন্ধক নেওয়া জন্য এনজিওতে একটি ঋণের স্কিম করে। স্কিম করার জন্য শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকাও ধার নেয়।

রেজাউল স্থানীয় জুয়াড়িদের প্রলোভনে পড়ে সেই টাকা দিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলতে গিয়ে প্রথম দিন কিছু লাভ হয়। তার পরে বেশি করে টাকা লাগিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে হেরে যায়।

রেজাউল ইসলাম প্রতিবেদককে বলেন, শুনেছিলাম মোবাইলে খেলা করে অনলাইনে টাকা উপার্জন করা যায়। সেই জন্য জুয়ার অ্যাপস মোবাইলে নিয়ে খেলতে শুরু করি। এখন আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। তবে এসব এলাকায় অনেক কিশোর ছেলেরা জুয়া খেলে মোটরবাইক কেনাসহ বিলাসি জীবন যাপন করছে। তাদের উপার্জনের উৎস মানুষ জেনে জুয়াতে আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। সীমিত কয়েকজন জুয়াড়ি লাভবান হলেও বেশির ভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঝিনাইদহ শহরের সরকারি কেসি কলেজ সংলগ্ন একটি মোবাইলের দোকান থেকে কয়েক বছর আগে জুয়া ছড়ানো হয়েছে। জেলায় সব জায়গায়ই জুয়া খেলে নিঃস্ব হচ্ছে, ঋণগ্রস্ত হয়ে অন্য অপরাধের সাথেও জড়িয়ে পড়ছে। তবে প্রশাসনের এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অবস) মহিদুর রহমান বলেন,“কারা কারা এই খেলা করছে এটা বিটিআরসি বলতে পারবে। আমাদের পক্ষে বোঝ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র উদ্যোগ না নিলে আমাদের কিছুই করার নেই। এরা বিভিন্ন সেলিব্রেটির ছবি ব্যবহার করেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলেই কেবল জুয়া বন্ধ বা রোধ করা সম্ভব ”।